গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর
বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
website : www.betar.gov.bd

নং : ১৫.৫৩.০০০০.০১৪.৩১.০৬২.১৭- ৮৮৮ **তারিখ :** ৩০/০৮/১৭

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০/০৮/২০১৭খ্রিঃ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৫.০৬.০৪৯.১৭-২৭৪ নম্বর পত্রটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে পৃষ্ঠাংকন করা হলো ঃ

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। উপ-মহাপরিচালক(বার্তা), বাংলাদেশ বেতার ,সদর দপ্তর,ঢাকা ।
০২। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও,ঢাকা ।
০৩। উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান), বাংলাদেশ বেতার ,সদর দপ্তর,ঢাকা ।
০৪। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৫। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৬। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সংরক্ষণ ও সরঞ্জাম)/কারিগরী কার্য/মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র/বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা ।
০৭। সিনিয়র প্রকৌশলী, সংরক্ষণ অনুবিভাগ/জাতীয় বেতার ভবন/ পরিকল্পনা শাখা,বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র,বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ সহ)।
০৯। আবাসিক প্রকৌশলী, উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১/২, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা/কাহালু,বগুড়া/নওয়াপাড়া,যশোর/কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।
১০। পরিচালক, কেন্দ্রিয় বার্তা সংস্থা/অনুষ্ঠান/লিয়াজোঁ/শিক্ষা/ সংগীত/কৃষি-বিষয়ক কার্যক্রম/ ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস/ বাণিজ্যিক কার্যক্রম/ বহির্বিশ্ব কার্যক্রম/ জনসংখ্যা,স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেল/ মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা ।
১১। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/ঠাকুরগাঁও/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/ কুমিল্লা/কক্সবাজার।
১২। আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/ঠাকুরগাঁও/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ কুমিল্লা/কক্সবাজার।
১৩। আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম /রাজশাহী/ রংপুর/সিলেট/ খুলনা/বরিশাল/ ঠাকুরগাঁও/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/কুমিল্লা।
১৪। আঞ্চলিক প্রকৌশলী/স্টেশন প্রকৌশলী, পুরাতন বেতার ভবন,শাহবাগ/মনিটরিং পরিদপ্তর/স্টেশন প্রকৌশলী, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
১৫। সম্পাদক, বেতার প্রকাশনা দপ্তর , বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬। উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৭। উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার/কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
১৮। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কমন/সংস্থাপন-১/সংস্থাপন-২/হিসাব/বাজেট/যানবাহন, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
২০। নিরাপত্তা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
২১। মহাপরিচালকের একান্ত সহকারী, বাংলাদেশ বেতার (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২২। নথি।

সংযুক্ত : যথাবর্ণিত

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
মহাপরিচালকের পক্ষে।
ফোন : ০২-৫৮৬১০৭৫০
Email:rahalid 7@.gmail.com.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা
(www.cabinet.gov.bd)

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২১.১৬.০৭৪.১৬-৬০২

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪২৪ / ২৫ জুলাই ২০১৭

বিষয়: দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত।

সূত্র. দুর্নীতি দমন কমিশনের আধাসরকারি পত্র নম্বর-৫০/২০১৭ তারিখ: ০৫ জুলাই ২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে প্রাপ্ত আধাসরকারি পত্র এবং পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-এর ৮ম অধ্যায়ের সুপারিশসমূহ এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় বরাবর দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের লিখিত উপানুষ্ঠানিক পত্রে ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে উক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হলে দেশে দুর্নীতির মাত্রা কমে আসবে এবং দুর্নীতির বিশ্ব ধারণা সূচকে বাংলাদেশের দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হবে মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশন বিশ্বাস করে।

০২। এমতাবস্থায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-এর ৮ম অধ্যায়ের সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন/অনুসরণের উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: ১। পত্রের ছায়ালিপি
২। বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬-এর ৮ম অধ্যায়ের সুপারিশসমূহ।

২৫/০৭/১৭
(মাহফুজা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৬৬৪৪৬
Email: cpo_sec@cabinet.gov.bd

৩৭৭
২৪/৮/১৭

তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

নং-১৫.০০.০০০০.০১৫.০৬.০৪৯.১৭-২৭৪

তারিখঃ ২০ আগস্ট ২০১৭

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের পত্রানুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্রের ছায়ালিপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো :

কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ঢাকা।
২. প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
৬. প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৯. সচিব, তথ্য কমিশন, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৫. ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ঢাকা।
১৬. সচিব, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, ঢাকা।
১৭. শাখা/অধিশাখা (সকল), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৭/০৮/১৭
(পরিমল সরকার)
উপসচিব

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দপ্তর

ডাইরি নং ২০৬৭
তারিখ ৬/৭/২০১৭

ইকবাল মাহমুদ
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ডি ও নং- ৫০ /২০১৭

তারিখ: ০৫/০৭/২০১৭ খ্রিঃ

প্রিয় শফিউল আলম,

দুর্নীতি দমন কমিশন-এর ২০১৬ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৯(১) ধারা অনুযায়ী কমিশন এ বার্ষিক প্রতিবেদন যথারীতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ এ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য কতিপয় সুপারিশ (কপি সংযুক্ত) করা হয়েছে, যার বাস্তবায়ন দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আশা করা যায় যে, উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হলে দেশে দুর্নীতির মাত্রা কমে আসবে; ফলে দুর্নীতির বিশ্ব ধারণা সূচকে বাংলাদেশের দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হবে।

এমতাবস্থায়, বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬ এ বর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

আন্তরিকভাবে আপনার

(ইকবাল মাহমুদ)

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সুপারিশমালা

এটি অনস্বীকার্য যে, দুর্নীতি একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। একইভাবে দুর্নীতি দমনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ও বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশন সে লক্ষ্যে কাজ করছে। তবে দীর্ঘ মেয়াদি কৌশলের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সে উদ্দেশ্যে আপাতত কিছু সুপারিশ প্রদান করা হলো। যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণের সেবাগ্রহণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কেবল সেসব কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা করে এখানে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সুপারিশ প্রদানের সময় দুর্নীতির উৎসসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি বিস্তারের উৎসসমূহ সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি জাতীয় মানস যাতে দুর্নীতিকে কঠোরভাবে ঘৃণা করে সেজন্য জাতীয় নৈতিকতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যে সমাজে সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ হিসেবে বিবেচিত হন, তখন সে সমাজের দুর্নীতি রোধ করা যথেষ্ট কঠিন। তাই, সমাজ মানসের পরিবর্তন আনয়নই কমিশনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও দুর্নীতি দমনে কমিশন ম্যাণ্ডেট প্রাপ্ত সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, তবে বাস্তব অর্থে দুর্নীতি দমন সকলের, বিশেষত জাতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের সহায়তা ও নিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী। কমিশন আশা করে সরকার প্রস্তাবিত সুপারিশমালাকে আশু করণীয় হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১. শিক্ষা খাত

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

আমাদের পর্যালোচনায় মনে হয়েছে মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া, মানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতির অভাব, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের কোন কার্যকর ব্যবস্থা না থাকা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থ (বেতন ও অন্যান্য ফি) ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা না থাকা, পাঠ্যপুস্তকের 'ই-বুক ভার্সন' না থাকায় শিক্ষাখাতে দুর্নীতি ঘটছে। এছাড়া কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষা ও সনদ সংক্রান্ত শিক্ষার্থী ও জনগণের নিয়মতান্ত্রিক অভিযোগ নিষ্পত্তির কোন পদ্ধতি নেই। কমিশন মনে করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ বিষয়ে সরকার সুস্পষ্ট পদক্ষেপ না নিলে, এক্ষেত্রে দুর্নীতি মারাত্মক রূপ নিতে পারে। মানহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির জন্য আত্মঘাতী হবে। তাই, বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি আরও গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

ক) মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য একটি পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা যেতে পারে;

খ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থ (বেতন ও অন্যান্য ফি) ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন এবং আপাতত করণীয় হিসেবে সকল প্রতিষ্ঠান যাতে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সকল ফি আদায় করে সেজন্য নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা শহরের সকল স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব পেশাদার নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

গ) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, জেলা প্রশাসক এর সমন্বয়ে মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার মান তদারকি কমিটি" অথবা শিক্ষার মানোন্নয়নে 'নাগরিক কমিটি' গঠন করা যেতে পারে;

ঘ) সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক প্রণয়ন এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর ওয়েব সাইটে সকল বই -পুস্তক অনলাইনে আপলোডের ব্যবস্থাকরণ;

ঙ) প্রতিটি শ্রেণির জন্য টেক্সট বই-এ নৈতিক শিক্ষার অধ্যায় সংযোজন ও বিদ্যমান অধ্যায়ের মানোন্নয়নসহ শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষার্থীদের সামনে নৈতিকতার রোল মডেল হতে পারেন সে লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রেষণামূলক (Motivational) পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

চ) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষা ও সনদ সংক্রান্ত শিক্ষার্থী ও জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি "প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ রেগুলেটরি অথরিটি" গঠন করা যেতে পারে। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের বিষয়ে আরও কঠোর হতে হবে;

ছ) পাবলিক পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বদলের বিদ্যমান বিধানের পরিবর্তে পরীক্ষাকালীন সময়ের জন্য শিক্ষকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠান বদলের ব্যবস্থাকরণ;

জ) সরকারি স্কুল/কলেজ শিক্ষকদের 'অপসন' দিয়ে আত্মীকরণের মাধ্যমে পছন্দমাফিক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে আত্মীকরণ করে বদলি প্রথার বিলোপসাধনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা বদলির জন্য একটি স্বচ্ছ নীতিমালা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি স্কুল/ কলেজে বদলি প্রথা না থাকায় একজন শিক্ষক দায়িত্ব নিয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারেন। আরো উল্লেখ্য যে, বদলি প্রথার মাধ্যমে ঘুষ বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটছে;

ঝ) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ও শিক্ষক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য অতিদ্রুত মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে দক্ষতা ও গতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে আরও যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন। বিভাগীয় পর্যায়ে উভয় কাঠামোর জন্য সরকারের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। এর ফলে অনেক বিষয় মাঠপর্যায়ে সমাধান করা সম্ভব হবে। বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনারগণ স্ব-স্ব বিভাগের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের বদলি ও পদায়ন করছেন এবং এটি বেশ কার্যকর মর্মে প্রমাণিত হয়েছে;

ঞ) শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আরো বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে জেলা-উপজেলার সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণকে কাজে লাগানো যায় কি না তা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

২. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

সরকারি হাসপাতালে কোন কোন চিকিৎসকগণের সঠিক সময়ে উপস্থিত না হওয়া, পূর্ণ সময় হাসপাতালে না থাকা, স্বাস্থ্য বীমা না থাকা, হাসপাতালে ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অপর্যাপ্ততা, ডাক্তার/নার্সদের নিজস্ব ক্লিনিক/ হাসপাতালে রোগীদের স্থানান্তর (Refer) করা, সরকারি হাসপাতালে নিম্নমানের ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, রোগীদের সাথে কতিপয় ডাক্তার নার্স-স্টাফদের দুর্ব্যবহারসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

ক) প্রাইভেট প্রাকটিস ও ডাক্তারের 'ফি' নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে;

খ) সরকারি হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ) ঔষধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ই- টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে;

ঘ) দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পলিসির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকার এ পলিসির প্রিমিয়াম প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ প্রিমিয়ামের টাকাই ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী বেতন-ভাতা বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বাজেটে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রার্থী নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও চিকিৎসকের ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে এ পদ্ধতি সহায়ক হতে পারে।

ঙ) উপজেলা/জেলা/স্বাস্থ্য কেন্দ্র/কমপ্লেক্স/মেডিকেল কলেজ ইত্যাদিতে কর্মরত ডাক্তারদের নিকট অপশন দিয়ে আত্মীকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে আত্মীকরণ করে বিদ্যমান বদলি প্রথা সীমিত আকারে রহিতকরণ করা সম্ভব কি না যাচাই করা যেতে পারে।

চ) নাগরিকের মানসম্পন্ন চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ছ) তরুণ চিকিৎসকদের ক্যারিয়ার তৈরীতে প্রয়োজনীয় প্রেষণা প্রদান করার, বিশেষ করে বিদেশে যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার আওতায় ভারত, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার জন্য চুক্তি করা যেতে পারে; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৩. আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

থানায় জিডি/মামলা রুজু, তদন্ত ও রিপোর্ট দাখিলের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকা, স্বচ্ছ সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার না করা, পুলিশ কর্মকর্তাগণের জন্য নিয়মিত নৈতিকতা চর্চার উপর গুরুত্বারোপ না করাই এ বিভাগের বড় সমস্যা বলে মনে করা হয়।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

ক) থানায় জিডি/মামলা রুজু, তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়সীমার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

খ) পুলিশ কর্মকর্তাগণের জন্য নিয়মিত নৈতিকতা চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে;

গ) পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক অপরাধীদের তালিকার ডাটাবেজ পাসপোর্ট অধিদপ্তরে অনলাইনে শেয়ার করার প্রভিশন তৈরি ও বিসিএস প্রথম শ্রেণি কর্মকর্তা নিয়োগের ভেরিফিকেশনের সুবিধার্থে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একই পদ্ধতিতে অনলাইনে ডাটাবেজ শেয়ার করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হীনস্বার্থে ও তুচ্ছ কারণে কেউ যেন পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ পুলিশ ভেরিফিকেশন কোনভাবেই একজন ব্যক্তির কর্মকালীন নৈতিকতার নিশ্চয়তা দেয় না। তাই, এ পদ্ধতির কার্যকারিতা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বেসরকারি খাতে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাগণ কোন ভেরিফিকেশন ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তবে, এসব প্রতিষ্ঠান নৈতিকতার কাঠামোর উপর জোর দেন। এটি সরকারি খাতেও চর্চা করা প্রয়োজন;

ঘ) বি আর টি এ কর্তৃক প্রণীত সকল গাড়ির ডাটাবেজ প্রণয়ন ও তা ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

ঙ) প্রত্যেক থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে একজন ক্যাডার কর্মকর্তা (বিসিএস পুলিশ) নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪. সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনা

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

সরকারি জমির অবৈধ দখল যেমন- বাংলাদেশ রেলওয়ে, বন বিভাগসহ সরকারি প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের জমি অবৈধ অথবা জাল জালিয়াতিপূর্ণ কাগজপত্র সৃষ্টি বা কাগজপত্র ব্যতীত স্থানীয়/অস্থানীয় প্রভাবশালীগণ অবৈধভাবে দখল করে

নির্মাণকাজ থেকে শুরু করে বৈধ-অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা, মাদক ব্যবসা, সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি পালনসহ নানাবিধ অসামাজিক কাজ করে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে অস্থিরতা তৈরি করছে যা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এসকল সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

ক) খাস ভূ-সম্পত্তির ডাটাবেজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

খ) দেশের প্রতি জেলায় স্থায়ীভাবে সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন এবং স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা জরিপ কাজ চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করা যেতে পারে;

গ) একই ছাতার নিচে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর তত্ত্বাবধানে সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, এসি ল্যান্ড অফিস এবং সেটেলমেন্ট অফিসের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে; এ প্রসঙ্গে 'মুয়ীদ কমিটির রিপোর্ট' পুনরায় পর্যালোচনা করা যেতে পারে। রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তরকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা প্রয়োজন।

ঘ) উপজেলা ভূমি অফিস তথা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন প্রয়োজন; ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নামজারির বিষয়ে গণশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে।

ঙ) টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি জলাশয় ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিদ্যমান নীতি ও পদ্ধতি পর্যালোচনা করে আরও কার্যকর নীতিমালা তৈরী করা প্রয়োজন।

চ) সরকারি হাট-বাজারকে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস বিবেচনা করে হাট-বাজার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। পাশাপাশি হাট-বাজারগুলো যাতে 'গ্রোথ সেন্টার' হতে পারে সেজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।

ছ) ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ভূমি উন্নয়ন কর/ সেবা গ্রহণ ফি ইত্যাদি প্রদানের সময় নগদ অর্থ গ্রহণ বন্ধ করাসহ ব্যাংকের মাধ্যমে জমার বিধান চালু করা যেতে পারে;

জ) রেজিস্ট্রেশন আইন ও বিধি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার (রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে) করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রত্যেক অফিসে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সিটিজেন চার্টার-এ সেবা প্রত্যাশী ব্যক্তির জমির রেজিস্ট্রেশন 'ফি' সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিষ্ট্রেশন আইন -১৯০৮ এর ৭৯ ধারা মোতাবেক প্রদর্শন করা যেতে পারে;

ঝ) রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির অটোমেশন করা ও দালালদের দৌরাত্ম বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকান্ডে H.T.S.Code (Harmonized Tariff Schedule) স্পষ্টিকরণ না করা, আইনের বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা, অনলাইন সেবা প্রদানের পদ্ধতির অপর্যাপ্ততা, প্রায়শই এস আর ও জারির মাধ্যমে কোন কোন পণ্যের শুল্ক ছাড়, আয়কর ফরমসহ অন্যান্য ফরম দুবোর্ধ্য হওয়ার কারণে কতিপয় ক্ষেত্রে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে ও জনগণ সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তির সম্মুখিন হচ্ছে।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

ক) আয়কর ফরম সহজীকরণ করা যেতে পারে;

খ) রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের স্পষ্টিকরণ করা যেতে পারে;

গ) অটোমেশন পদ্ধতির মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে;

ঘ) সংবিধানের ৮৩ অনুচ্ছেদ অনুসরণে আইন প্রণয়ন পূর্বক কর আরোপ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং এস, আর ও জারি বন্ধ করা যেতে পারে।

৬. হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের দক্ষতা উন্নয়ন

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল-এর অফিসের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকতাসহ হিসাব বিভাগের কর্মকর্তাগণকে বিল পাশের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন না করা, অডিট কার্যক্রমে স্বচ্ছতার অভাব, পেনশন প্রদান ও বিল-পাশের সময় কিছু বাড়তি সুবিধা প্রাপ্তির আশার কারণে জনগণকে ব্যাপক দুর্নীতির শিকার হতে হয়।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

ক) কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল-এর অফিসের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকতাসহ হিসাব বিভাগের কর্মকর্তাগণকে বিল পাশের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোন বিলে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হলে কিংবা বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধ করা না হলে এবং পরবর্তীতে অডিটের সময় কোন রকমের ব্যত্যয় বা আর্থিক অনিয়ম উদ্ঘাটিত হলে তার দায়দায়িত্ব যিনি বিল পাশ করেছেন এবং চেক স্বাক্ষর করে প্রদান করেছেন, তাকে অডিট আপত্তির জবাব দিতে হবে কিংবা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকলে তা ফেরৎ প্রদানের জন্য যিনি বিলটি পাশ করেছেন তিনি এবং বিল গ্রহীতা একইসঙ্গে সমভাবে দায়ী হবেন মর্মে 'ফাইনানশিয়াল' রুলে একটি উপবিধির সংযোজন করা যেতে পারে;

খ) কোন অফিসের সরকারি কর্মকর্তা বদলি হলে তিনি বর্তমান কর্মস্থল হতে দায়িত্বভার হস্তান্তরের পূর্বেই তার অনুকূলে "কোন প্রকার অডিট অবজেকশন পেন্ডিং নেই" মর্মে এজি অফিস কর্তৃক একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে সরকারি ব্যয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি নতুন কর্মস্থলে বদলি হয়ে যোগদান করার পূর্বে তার অনুকূলে তার বর্তমান অফিশিয়াল বা নিজের বেতনভাতা, ভ্রমণ বিল উত্তোলনের বিষয়ে কোন প্রকার অডিট আপত্তি পেন্ডিং নেই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদানের বিধান করা যেতে পারে;

গ) বর্তমানে জেলা পর্যায়ে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কার্যালয়ে কোন ক্যাডার সার্ভিসভুক্ত কর্মকর্তা নেই। জবাবদিহিতার ঘাটতির এটিও একটি প্রধান কারণ। তাই জেলা পর্যায়ে অডিট ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন হওয়া প্রয়োজন।

৭. গণপূর্ত, যোগাযোগ, সরকারি নির্মাণ, মেরামতকারী সংস্থা

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নামজারি ও প্লান পাশ এর নামে মানুষকে হয়রানি, প্লান বুক না থাকা, দেশের মহাসড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে কংক্রিট সড়ক তৈরির ব্যবস্থা না থাকা এবং উন্নয়ন কাজের জন্য প্রণীত এষ্টিমেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশি অর্থের প্রাক্কলন করার ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ডেভেলপারদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলেও মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

ক) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নামজারি ও প্লান পাশ এর বিদ্যমান প্রথা রহিত করে নামজারির দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে এবং বিভিন্ন সাইজের প্লটের জন্য মডেল প্লান প্রস্তুতপূর্বক একটি "মডেল প্লান বুক" প্রণয়ন করে প্রচলিত প্লান পাশের পরিবর্তে প্লান বুক ছাপানো ও বিক্রয়ের জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। ঢাকা শহরে বাড়ি নির্মাণ প্রত্যাশী জনগণ প্লানবুক অনুসরণ করে নিজেদের নির্মান কার্যাদি সম্পন্ন করবেন। রাজউক শুধুমাত্র পরিদর্শনের দায়িত্বে থাকতে পারে;

খ) দেশের সড়ক বা মহাসড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে কংক্রিট সড়ক তৈরি করা যেতে পারে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে ২০ বছর যাবৎ তার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত সড়ক, মহাসড়ক তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে চুক্তিতে এ প্রভিশন রাখা যেতে পারে যাতে মূল নির্মাণ/মেরামতের সময় তিনি উত্তম নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হন;

গ) প্রতিটি নির্মাণকারী সরকারি সংস্থার উন্নয়ন কাজের জন্য প্রণীত নিজস্ব প্রাক্কলন তৃতীয় কোন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত প্রাক্কলন পুনঃ যাচাই ব্যতিরেকে কোন টেন্ডার আহবান করা যাবে না মর্মে প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট বা প্রকিউরমেন্ট রুলে প্রভিশন অন্তর্ভুক্তকরণ করা যেতে পারে;

ঘ) নির্মাণকারী সরকারি সংস্থার উন্নয়ন কাজ কোনভাবেই বাকিতে অগ্রিমভাবে কোন ঠিকাদার দিয়ে করানো যাবে না। বকেয়া বিল পরিশোধের সংস্কৃতি দ্রুত পরিহার করা যেতে পারে;

ঙ) ডেভেলপারদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি "ডেভেলপার ও রেন্টাল এজেন্সি রেগুলেটরি অথরিটি" গঠন করা যেতে পারে;

চ) আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট এজেন্সির ন্যায় মালিকের পক্ষে ভাড়াটিয়া বাছাই ও নির্বাচন, ভাড়া সংগ্রহ ও উত্তোলন এবং মালিকের প্রয়োজনে বাসা খালি করানোর দায়িত্ব সম্বলিত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কতিপয় "রেন্টাল এজেন্সি" খোলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে যা সমাজে বাড়ি মালিকদের আবাসন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে।

৮. সরকারের আর্থিক খাত

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

আর্থিক বছর শুরুর পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবির যৌক্তিকতার যথাযথ যাচাই না করা, দরিদ্র ঋণ গ্রহীতার জন্য সুদ যৌক্তিকিকরণের সুবিধা না থাকা, অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং-এ দৈনিক একক লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থের সর্বোচ্চসীমা যৌক্তিকীকরণ না করা, **স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত উচ্চ ফি/চার্জ, কর্পোরেট সোসাল রেসপনসিবিলিটি (সি এস আর) এর অর্থ ব্যয়ের নীতিমালা যৌক্তিকীকরণের** অভাবে সরকারের আর্থিক খাতে নানা দুর্নীতির শিকার হচ্ছে।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

ক) আর্থিক বছর শুরুর পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবির যৌক্তিকতা যাচাই করা অর্থ বিভাগের একার পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না বিধায় তা নিষ্পত্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি "অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ উপদেষ্টা কাউন্সিল "গঠন করা যেতে পারে, যা সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে "ভেল্যু ফর মানি" নিশ্চিত করবে;

খ) [illegible] **ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে তার আবেদনের ভিত্তিতে সকল সুদ মওকুফের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার** নেতৃত্বে একটি "ঋণ অবলোপন বোর্ড" গঠন করা যেতে পারে যা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে;

গ) দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা ও সচল রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং লেনদেনের সময় দৈনিক একক লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থের সর্বোচ্চসীমা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ;

ঘ) এম এল এম কোম্পানী/ব্যবসার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন। অতি মুনাফার প্রলোভনে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ গণ্য করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে একমাসের মধ্যে সামারি ট্রায়াল করে সর্বোচ্চ শাস্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ;